কৃষিই সমৃদ্ধি

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৭

১৬ অক্টোবর

অভিবাসনের ভবিষ্যৎ বদলে দাও
খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়াও

Food and Agriculture Organization of the United Nations

কৃষি মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

০১ কার্তিক ১৪২৪
১৬ অক্টোবর ২০১৭

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৭ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

আবহমানকাল থেকেই কৃষি বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রধানতম নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত। গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থান ও জীবনমান উন্নয়নে কৃষির অবদান সর্বোচ্চ। তাই দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য টেকসই কৃষি ব্যবস্থাপনার কোনো বিকল্প নেই। বর্তমান সরকার কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে নানামুখী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে।

এ বছর বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য 'অভিবাসনের ভবিষ্যৎ বদলে দাও, খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়াও' যা অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি। মানবসৃষ্ট বা প্রাকৃতিক কারণে উদ্ভূত অভিবাসনজনিত সমস্যা বিশ্বব্যাপী একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষত জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং এর ফলে সৃষ্ট অতি বৃষ্টি, বন্যা, খরা, লবণাক্ততা বিশ্ববাসীকে ভাবিয়ে তুলেছে।

কৃষিনির্ভর অর্থনীতিকে আরও সুদৃঢ়করণের মাধ্যমে অভিবাসনের এ বিরূপতা অনেকটাই মোকাবিলা করা সম্ভব। এজন্য খাদ্য নিরাপত্তাসহ গ্রামীণ অর্থনীতির শেকড় আরও শক্ত ও টেকসই করতে হবে। ফসলের নিত্যনতুন জাত উদ্ভাবন, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, মাটির গুণাগুণ বজায় রেখে পরিবেশসম্মত চাষাবাদের পাশাপাশি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্রাণিজ আমিষের লক্ষ্য পূরণে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য কৃষি গবেষণাসহ এ খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো সময়ের দাবি। খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে চাহিদানির্ভর প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণে বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণবিদসহ সংশ্লিষ্ট সকলেই আরও মনোনিবেশ করবেন, সে প্রত্যাশা করি।

কৃষিতে বাংলাদেশ প্রভূত উৎকর্ষ সাধন করেছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের অন্যতম খাদ্য উৎপাদনকারী দেশ। উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতাকে টেকসই রূপ দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে সবাই ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি 'বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৭' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

গ্রামীণ উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে অভিবাসন ব্যবস্থাপনা

খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান, বেকারত্ব হ্রাস ও নাগরিক জীবনমানের উন্নয়ন অভিবাসন ব্যবস্থাপনার অনুষঙ্গ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক প্রণীত রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে কৃষি উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও গ্রামীণ উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। পাশাপাশি দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য প্রতিটি মানুষকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির মূল্যায়নে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যথেষ্ট উন্নতি করেছে। তবুও প্রায় ৪ কোটি মানুষ এখনও খাদ্য নিরাপত্তার ঝুঁকিতে আছে। দারিদ্র্য নিরসনে গত ২ দশকের বিভিন্ন কর্মসূচির ফলে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি পরিস্থিতিতে অগ্রগতি হয়েছে। শিশু ও মাতৃমৃত্যু নিশ্চিত করতে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ থাকলেও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে বয়স অনুযায়ী শিশুর উচ্চতা ও ওজনে এখনও পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বড় একটি ঝুঁকি অপরিকল্পিত নগরায়ন। এতে বেশকিছু কৃষি জমি নষ্ট হচ্ছে। কর্মসংস্থানের অভাবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বিরাট একটি অংশ বিদেশে পাড়ি জমানোর পাশাপাশি গ্রাম ও মফস্বল ছেড়ে শহরমুখী হয়ে পড়ছে। অথচ গ্রামীণ উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে এ ধরনের অভিবাসন রোধ করা সম্ভব। সে লক্ষ্যে বর্তমান সরকার দেশের গ্রামীণ উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

গ্রামীণ উন্নয়ন ও দারিদ্র্যবিমোচনে বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার অত্যন্ত সফল। দারিদ্র্যবিমোচন সূচক অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০১৫ সালেই Millennium Development Goals এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে। যেখানে বিগত ১৯৯১ সালে দারিদ্র্যের হার ৫৭ শতাংশ, সেখানে ২০১৬ সালে তা কমে ২৪.৮ শতাংশ। মাথাপিছু খাদ্য গ্রহণের হারও বেড়েছে। গ্রামীণ পর্যায়ে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের সঠিক বিক্রয়মূল্য নিশ্চিতকরণ ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার দেশব্যাপী বাজার অবকাঠামো নির্মাণ করছে। অত্যন্ত ফলশ্রুতিতে চাষাবাদ বৃদ্ধিকরণ এবং কৃষিভিত্তিক ব্যবসা সম্প্রসারণে বাংলাদেশ ব্যাংক এরই মধ্যে ৭.৫ বিলিয়ন টাকা দেশব্যাপী বিতরণ করেছে, যা গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে এবং এসব উদ্যোগ আমাদের নবীন কৃষককে কৃষির প্রতি আরও আগ্রহী করে তুলছে। কৃষি মন্ত্রণালয় কৃষকের কাছে সার, বীজ, কৃষি যন্ত্রপাতি সহজলভ্য করতে নিয়মিত ভর্তুকি ও প্রণোদনা কর্মসূচি পরিচালনার পাশাপাশি নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে পুনর্বাসন সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের শ্রমশক্তির প্রায় ৪৭ শতাংশ এখনও কৃষির ওপর নির্ভরশীল এবং এ শ্রমশক্তির বেশির ভাগই প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলে বিস্তৃত, দেশের অভিবাসন সমস্যা নিরসনে গ্রামীণ শ্রমশক্তির আর্থসামাজিক উন্নয়ন অত্যাবশ্যক। সে লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে কর্মসংস্থানের সৃষ্টিতে ডিএই নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি কৃষকের মাঝে পৌঁছে দেয়া ও কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়াসে ডিএই এডিপির আওতায় ২৩টি এবং এডিপিবহির্ভূত একটিসহ ২৪টি প্রকল্প সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করেছে। এ প্রকল্পগুলোর মধ্যে বেশকিছু প্রকল্প প্রত্যক্ষভাবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। এ ধরনের প্রকল্পের সংখ্যা বাড়লে একদিকে গ্রামীণ উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে, অন্যদিকে এর প্রভাবে অভিবাসন ও শহরমুখী প্রবণতা রোধ করা সম্ভব হবে।

১৯৭১-৭২ অর্থবছরে বাংলাদেশের ধান, গম ও ভুট্টার উৎপাদন ছিল প্রায় ১১১ লাখ মেট্রিক টন, আর বর্তমানে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে খাদ্য উৎপাদন প্রায় ৩৯২ লাখ মেট্রিক টন। বাংলাদেশ বিশ্বে ধান উৎপাদনে চতুর্থ, সবজি উৎপাদন বৃদ্ধির হার বিবেচনায় তৃতীয় ও ফল উৎপাদন বৃদ্ধির হার বিবেচনায় সপ্তম অবস্থানে রয়েছে। এক্ষেত্রে কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন ডিএইর ভূমিকা অগ্রগণ্য। কেননা সংস্থাটি ২০০টিরও বেশি ফসলের উৎপাদন, দলভিত্তিক সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, সেচ ব্যবস্থাপনা, বীজ ব্যবস্থাপনা, ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, দুর্যোগে কৃষকের পাশে থেকে সহায়তা প্রদান, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ সহজলভ্যকরণ, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, আয় বৃদ্ধি, জীবনমান উন্নয়ন, উন্নত কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা, নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের গ্রামীণ আর্থসামাজিক উন্নয়নে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশ সরকার কৃষি উৎপাদনে রাষ্ট্রীয় ব্যয়, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, উপকরণ ব্যবস্থাপনা ও সারের মূল্য নির্ধারণসহ নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকার কৃষি বাজেট, কৃষিঋণ, ভর্তুকি ও বিনিয়োগ বাড়ানোর মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার জন্য কাজ করছে। তবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে দেশের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ, খাদ্যশস্য সংরক্ষণ ও গুদামজাতকরণে অনেকটুকু এগিয়েছে। ২০০৯ সালে যেখানে খাদ্য ধারণক্ষমতা ছিল ১০ লাখ মেট্রিক টন সেখানে বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১ লাখ মেট্রিক টনে।
জনসংখ্যা বাড়ার সাথে পল্লী বসতিগুলো এখনকার মতো বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠলে মারাত্মক কৃষি জমির সংকট দেখা দেবে। কিন্তু Compact Township এর মতো করে যদি ঘনবসতিপূর্ণ বসতি সৃষ্টি করা যায়, তাহলে কৃষি জমির ওপর আগ্রাসন কমবেই না বরং নতুন করে আরও কিছু কৃষি জমি মুক্ত হবে। ফলে পল্লী এলাকাতেই লোকজন নগর সুবিধা পেয়ে যাবে। সুতরাং পল্লী নগর স্থানান্তর কমবে এবং এর ফলে আঞ্চলিক বৈষম্যও কমবে। নদীভাঙনের ফলে যারা বাস্তুহারা হচ্ছে, তাদের চরের জমি বণ্টনে কার্যকর উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। ব্যক্তিমালিকানায় জমির ক্ষেত্রেও সর্বোচ্চসীমা নির্ধারণের মাধ্যমে জমির সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

সরকার গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য ডেইরি ও পোলট্রি খামার এবং আধুনিক চাষ পদ্ধতিসহ খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা গড়ে তুলতে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে। বাংলাদেশের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিজ্ঞানীরা উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন, প্রযুক্তি, পদ্ধতি এবং তা দ্রুত কৃষকের মাঝে সম্প্রসারণ করছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় দারিদ্র্য ও সুবিধাবঞ্চিত জনসাধারণের জন্য আর্থিক এবং বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকতা নিশ্চিতকরণে কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, নদীভাঙা পরিবারকে সরকারি খাস জমিতে পুনর্বাসন, কৃষি ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কৌশল নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় এবং এলাকাভিত্তিক ফসল উৎপাদনের উপযোগিতাকে বিবেচনায় নিয়ে Cropping Zone সৃষ্টির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন প্রয়োজন। তাহলে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের কারণে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবণতা কমবে।

বর্তমান জনবান্ধব সরকারের যুগোপযোগী নীতিমালা অনুযায়ী বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাগুলো সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমেই দেশের গ্রামীণ উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে অভিবাসন সমস্যা রোধ করা সম্ভব।

কৃষিবিদ মো. গোলাম মারুফ, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১ কার্তিক ১৪২৪
১৬ অক্টোবর ২০১৭

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ১৬ অক্টোবর বিশ্ব খাদ্য দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বিশ্ব খাদ্য দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'অভিবাসনের ভবিষ্যৎ বদলে দাও, খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়াও'। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

ক্ষুধা, দারিদ্র্য, জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানাবিধ সমস্যায় নিপতিত হয়ে মানুষ পরিত্রাণের আশায় প্রতিনিয়ত স্থানান্তরিত হচ্ছেন। এ অস্থিরতা বিশ্বব্যাপী সর্বজনীন হলেও বাংলাদেশের জন্য এটি বর্তমানে গভীর সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। বিগত মাসাধিককালে পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমার থেকে পাঁচ লাখের বেশি মানুষ আমাদের দেশে অনুপ্রবেশ করেছেন।

সীমিত সম্পদের এ দেশে আমাদের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি কৃষি। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের ফলে খরা, অতি বৃষ্টি, জলোচ্ছ্বাস এবং অসময়ে বন্যার মতো দুর্যোগের মাত্রা এবং আধিক্য ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমাদের খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এসব সমস্যা মোকাবিলায় আমরা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিচ্ছি।

কৃষির উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব। ফসলের পাশাপাশি মাছ, হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশুর উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। বিগত এক দশকে আমাদের খাদ্য শস্য উৎপাদন তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শাকসবজি উৎপাদন বেড়েছে পাঁচ গুণ। মিঠা পানির মাছ চাষে আমরা পৃথিবীতে চতুর্থ স্থানে অবস্থান করছি।

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে সমন্বিত বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। কৃষিভিত্তিক ব্যবসা ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে হবে। সঠিক ও সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তার সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সবার জন্য খাদ্য নিশ্চিত করা সম্ভব।

আমি বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৭ এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

بسم الله الرحمن الرحيم

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নসহ ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত এবং পুষ্টিসমৃদ্ধ বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিপাদ্যভিত্তিক বিশ্ব খাদ্য দিবস পালিত হয়ে আসছে। এ ধারাবাহিকতায় এবারের প্রতিপাদ্য 'অভিবাসনের ভবিষ্যৎ বদলে দাও, খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়াও' যা যথোপযুক্ত ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বাস করতেন তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার মূল চালিকাই হলো এদেশের কৃষি ও কৃষক। তিনি বলেছিলেন, 'আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায়, শিক্ষা পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।' আর তাই তো তিনি কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের জন্য ভৌত অবকাঠামো তৈরি থেকে পরিকল্পনা প্রণয়নসহ নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণের মধ্য দিয়ে সবুজ বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন। কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ, সেচ সুবিধা বৃদ্ধি, উন্নতজাতের ফসলের চাষ বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কৃষিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তিনি দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পথ প্রশস্ত করেছিলেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে ঝড়, বন্যা, খরা, মাটির ক্ষয়, লবণাক্ততা, নদীভাঙনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করেই আমাদের বাঁচতে হয়। বিগত সময়ের তুলনায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষিপ্রধান অর্থনীতির এ দেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে নিরাপদ খাদ্য সহনশীল মূল্যে ভোক্তার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে কৃষিক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত কৌশলগত পরিবর্তন আনতে হচ্ছে।

মানবসৃষ্ট বা প্রাকৃতিক কারণে উদ্ভূত অভিবাসনজনিত সমস্যা বিশ্বব্যাপীই একটি বড় সমস্যা বিশেষত স্বল্পোন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের জন্য এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। গ্রামীণ কৃষিনির্ভর অর্থনীতিকে আরও সুদৃঢ়করণের মাধ্যমে অভিবাসনের চ্যালেঞ্জ অনেকটাই মোকাবিলা করা সম্ভব। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কৃষি এ বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। পরিবর্তিত জলবায়ু সহনশীল লাগসই কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার, ফসলের নিত্যনতুন জাত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, মৃত্তিকা স্বাস্থ্য সুরক্ষা, ভাসমান চারা ও সবজিসহ পরিবেশসম্মত চাষাবাদ ইত্যাদির পাশাপাশি খাদ্য উৎপাদন আরও বৃদ্ধিকরণ, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্রাণিজ আমিষ পূরণের লক্ষ্যে মাছ ও গবাদিপশু পালন ইত্যাদি বিষয়ে আরও গুরুত্ব দিতে হবে।

স্বাধীনতার পর থেকে গত চার দশকেরও বেশি সময়ে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে এবং দেশে কৃষি জমি আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে; তথাপিও শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে তিন গুণেরও বেশি। এটি সম্ভব হয়েছে কৃষিকে অগ্রাধিকার দিয়ে খাদ্য উৎপাদনে আধুনিক, উন্নত ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার, অধিক উৎপাদনশীল কৃষি পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও যথাযথ প্রয়োগ জোরদার করার পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বর্তমান সরকার পরিবর্তিত জলবায়ু উপযোগী কৌশল নির্ধারণ করে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বর্তমান ধারাকে টেকসই রূপ দেয়ার মধ্য দিয়ে ভিশন-২০৪১ অনুযায়ী বাংলাদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

বর্তমান শেখ হাসিনার সরকার খাদ্য নিরাপত্তা বিধানের জন্য কৃষি গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদারকরণ, বিজ্ঞানের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন, কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহজ শর্তে কৃষককে ঋণ প্রদান, কৃষি উপকরণ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষি কার্ড প্রদান, সুষম সার ব্যবহার, ভাসমান কৃষি সম্প্রসারণ, বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ে প্রণোদনা প্রদান, সেচকাজে ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি, বনাঞ্চলের উপযোগী দক্ষ কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন, সময়োপযোগী প্রণোদনা ও পুনর্বাসন প্রভৃতি কৃষিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

পরিবর্তিত বিশ্ব প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আমাদের নিজস্ব খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা হ্রাসে টেকসই পরিবেশবান্ধব অধিক উৎপাদন পরিকল্পনার কোনো বিকল্প নেই। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদের দেশের কৃষক, কৃষিকর্মী, সম্প্রসারণবিদ ও কৃষিবিজ্ঞানীসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট সবাই বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০৪১ অনুযায়ী বাংলাদেশকে শান্তিপূর্ণ, সুখী-সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আর এ লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলার বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

আমি বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৭ এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মতিয়া চৌধুরী এমপি)

মন্ত্রী
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'অভিবাসনের ভবিষ্যৎ বদলে দাও, খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়াও' এ প্রতিপাদ্য নিয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি সামনে নিয়ে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন আর খাদ্য নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষাপটে এ প্রতিপাদ্য সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে কৃষি, প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যে বিরূপ প্রভাব দৃশ্যমান। নানাবিধ কারণে মানুষ অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিকভাবে অভিবাসনে বাধ্য হচ্ছে যা সরাসরি সামাজিকভাবে সম্পদের ওপর বৈষম্যমূলক চাপ সৃষ্টি করছে।

সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় দারিদ্র্য ও সুবিধাবঞ্চিত জনসাধারণের জন্য আর্থিক ও বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দেশে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হয়েছে।

বর্তমান সরকার ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন এবং নদীভাঙা পরিবারকে সরকারি খাস জমিতে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি অসচ্ছল কৃষকের জন্য কৃষি প্রণোদনা, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, সমবায়ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে সহজ শর্তে মূলধন জোগান প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে পুষ্টি, স্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তাসহ দারিদ্র্যবিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

সরকারের সময়োচিত নীতি ও পদক্ষেপ এবং কৃষক, কৃষিজীবী ও সংশ্লিষ্ট সবার অংশগ্রহণের কারণে দেশীয় উৎপাদন দিয়েই মিটছে দেশের ১৬ কোটি মানুষের খাদ্য চাহিদা। টেকসই খাদ্য নিরাপত্তার এ ধারাবাহিকতা আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে।

আমি কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৭ উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ওবায়দুল কাদের এমপি

মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশেও ১৬ অক্টোবর বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে। বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৭ এর প্রতিপাদ্য 'অভিবাসনের ভবিষ্যৎ বদলে দাও, খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়াও' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।
সীমিত সম্পদের এ দেশে অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি কৃষি। কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমেই গ্রামীণ অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে হবে। বাংলাদেশে প্রতিবেশ ব্যবস্থা মিঠাপানির মাছ চাষের জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান। এখানকার আড়াই লাখ হেক্টর উন্মুক্ত জলাশয় আর গ্রামীণ উদ্যোগে গড়ে ওঠা লাখ লাখ পুকুরে মাছ চাষের যে সম্ভাবনা রয়েছে তা পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। গত ৯ বছরে দেশে দুধ ও মাংসের উৎপাদন দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। ডিমের উৎপাদন বেড়েছে ৩০ শতাংশের বেশি। কিন্তু তা এখনও চাহিদার তুলনায় অনেক কম।

বর্তমান সরকার গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য ছোট ছোট ডেইরি, পোলট্রি খামার, বিভিন্ন আঙ্গিকে মাছ চাষসহ খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা গড়ে তুলতে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে। এছাড়া আমাদের সনাতন পদ্ধতিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ পালন ব্যবস্থাপনায় আনা হচ্ছে নানা ধরনের আধুনিক পরিবর্তন। বাংলাদেশের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিজ্ঞানীরা উন্নত জাত উদ্ভাবনসহ এবং তা দ্রুত সম্প্রসারণ করছে উদোক্তাদের মাঝে। দুর্বল গ্রামীণ অবকাঠামো এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় খামার এবং কৃষিভিত্তিক আয় বৃদ্ধিতে সুনির্দিষ্ট বাধাগুলো অপসারণে বিশেষ মনোযোগ দেয়া হয়েছে। দরিদ্র কৃষককে কৃষি ভর্তুকি, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধনমূলক কর্মসংস্থান, সমবায়ভিত্তিক খামার স্থাপনের জন্য সহজ শর্তে মূলধন জোগান দেয়া হচ্ছে। সরকারের এসব উদ্যোগ সঠিক বাস্তবায়ন হলে গ্রামীণ অর্থনৈতিক সুদৃঢ় হওয়ার সাথে গ্রামীণ উন্নয়নের সাথে সাথে অনেক বেশি কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে। সমৃদ্ধ হবে গ্রাম, রোধ হবে অভিবাসন সমস্যা।

আমি বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপনের সাথে জড়িত সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন এবং বিশ্ব খাদ্য দিবসের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোহাম্মদ ছায়েদুল হক, এমপি)

মন্ত্রী
খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও প্রতি বছরের মতো ১৬ অক্টোবর বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছরের প্রতিপাদ্য 'অভিবাসনের ভবিষ্যৎ বদলে দাও, খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়াও' নিশ্চিতভাবেই যথার্থ ও সময়োপযোগী।

সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে জনসংখ্যা বাড়ছে, কমছে আবাদি জমির পরিমাণ। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও মানবসৃষ্ট নানাবিধ কারণে অভিবাসন হয়ে থাকে। বিশ্বব্যাপীই অভিবাসন একটি নতুন চ্যালেঞ্জ। আমাদের মতো সীমিত সম্পদের ছোট দেশের জন্য সেটি আরও বেশি মাত্রায় প্রভাব ফেলে। এ দেশের সিংহভাগ মানুষ এখনও গ্রামে বাস করেন এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই কৃষি পেশার সাথে সম্পৃক্ত। তাই আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে আরও সচেষ্ট হতে হবে। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি জনসাধারণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যবিমোচনে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সরকারের এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে দেশ আজ দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। দেশীয় বাজারে খাদ্যশস্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি আপদকালীন পর্যাপ্ত মজুদও আমরা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছি। অপরদিকে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে উৎপাদিত কৃষিপণ্য ক্রয়ের ফলে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমিয়ে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিও নিশ্চিত হয়েছে। আমাদের এসব প্রচেষ্টা ভবিষ্যতে আরও সম্প্রসারিত হবে।

সবার জন্য নিরাপদ খাদ্যের টেকসই জোগান নিশ্চিত করতে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভাবন, সম্প্রসারণ ও কৃষিভিত্তিক শিল্পায়ন, প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য কৃষি বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণবিদ ও উদ্যোক্তাসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে উদাত্ত আহ্বান জানাই। আমাদের সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় উন্নয়নের যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছে তা অব্যাহত থাকবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৭ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

এ্যাডভোকেট মোঃ কামরুল ইসলাম, এমপি

সিনিয়র সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

খাদ্য মানুষের প্রধানতম মৌলিক অধিকার। এ অধিকার নিশ্চিত করতে জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) প্রতি বছর বিশ্ব খাদ্য দিবস উদ্‌যাপন করে আসছে। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশও যথাযথ মর্যাদায় বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে।

কর্মসংস্থানের সুযোগ, আয় ও জীবনমানের পার্থক্য, ভৌগোলিক অবস্থান ও বিরূপতা ইত্যাদি কারণে মানুষ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অভিবাসন করে থাকে। অভিবাসনের এ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৭ এর প্রতিপাদ্য 'অভিবাসনের ভবিষ্যৎ বদলে দাও, খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়াও' অত্যন্ত অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে এদেশে গ্রাম থেকে শহরে মানুষের প্রবাহ দিন দিন বেড়ে চলছে। এতে গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থাপনা একদিকে যেমন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তেমনি শহর কেন্দ্রিক জীবনযাত্রায়ও এক ধরনের অস্থিরতা দেখা দিচ্ছে। কাজেই শহর ও গ্রামীণ অর্থনীতির ভারসাম্য রক্ষার্থে মানুষের শহরমুখিতার প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে গ্রামের যুব সমাজকে কৃষিভিত্তিক আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে হবে। একই সঙ্গে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি ফসলের সঠিক সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, খাদ্য সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ব্যাংকসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকেও এগিয়ে আসতে হবে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গ্রামীণ কৃষির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অভিবাসন রোধ করা অনেকখানি সম্ভব। এ লক্ষ্য অর্জনে বর্তমান সরকার নানামুখী বাস্তবধর্মী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলছে।

আন্তর্জাতিকভাবে ২০১৭ সালের বিশ্ব খাদ্য দিবস উদ্‌যাপনের বিষয়টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট : ২-কে প্রাধান্য দিয়ে উৎসর্গিত। এ অভীষ্ট অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ক্ষুধার অবসান, পুষ্টিমান নিশ্চিতকরণ, শিশু মৃত্যু হার হ্রাস, মানুষের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করা সম্ভব। সর্বস্তরের মানুষের মাঝে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্বের ১৫০টিরও বেশি দেশে বিশ্ব খাদ্য দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

এ দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচিতে সেমিনার, র‍্যালি, খাদ্য প্রদর্শনী ও মেলা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিশেষ অনুষ্ঠান/সংবাদ প্রচার, জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ, কৃষিকথার বিশেষ সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৭ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্)

Message

Food and Agriculture Organization of the United Nations

The world is on the move. More people have been forced to flee their homes than at any time since the Second World War due to increased conflict and political instability. But hunger, poverty, and an increase in extreme weather events linked to climate change are other important factors contributing to the migration challenge.

The movement of vast numbers of people is currently presenting complex challenges, all of which call for global action. The majority of the world's extreme poor rely on agriculture or other rural activities for their livelihoods, and so creating conditions that allow rural people, especially youth, to stay at home when they feel it is safe to do so, and to have more resilient livelihoods, is a crucial component of any plan to tackle the migration challenge. Food and agriculture must too".

This year's World Food Day theme –"Change the future of migration. Invest in food security and rural development"– focuses on the links between migration, food security and rural development. The theme aims to address some of the root causes of migration, while contributing to SDG2, Zero Hunger and other areas highlighted across the Sustainable Development Goals.

Rural development can address factors that compel people to move by creating business opportunities and jobs for young people that are not only crop-based (such as small dairy or poultry production, food processing or horticulture enterprises). It can also lead to increased food security, more resilient livelihoods, better access to social protection, reduced conflict over natural resources and solutions to environmental degradation and climate change.

By investing in rural development, we can also harness migration's potential to support development and build the resilience of displaced and host communities, thereby laying the ground for long-term recovery and inclusive and sustainable growth. Bangladesh is no stranger to the opportunities presented by migration, supplying both brawn and brains to the countries of the world, whether working on the building sites of the Gulf or the hospitals of America and Australia; their remittances help capitalize productive industries both urban and rural.

FAO is working with the Government of Bangladesh to realize the potential for agriculture, fisheries, forestry and livestock to improve rural livelihoods. This is not confined to simply increasing yields but by looking at the whole system of food production, transformation and consumption. The changing diets offer potentials and pitfalls as the country moves up the income curve. The food and material sector offer significant potential to be drivers of economic growth and opportunity in the countryside. Realising this potential will be central to retaining more population in the countryside and rural towns and reducing pressure on the major urban centres of the country.

Let us join hands on this World Food Day 2017 to renew our commitment to the development of rural livelihoods so that we can bring reality to the theme "Change the future of migration. Invest in food security and rural development".

Mr. David W. Doolan
FAO Representative in Bangladesh *ad interim*

ডিজাইন
কৃষি তথ্য সার্ভিস
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা
ফোন : ৮৮০-২-৯১১২২৬০ ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯১১৬৭৬৮
www.ais.gov.bd dirais@ais.gov.bd